সপ্তদশ অধ্যায়

কালিয়ের ইতিহাস

কালিয় কিভাবে সর্পদ্বীপ পরিত্যাগ করেছিল এবং বৃন্দাবনের ঘুমন্ত অধিবাসীরা কিভাবে দাবানল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

কালিয়ের নাগালয় রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ এবং গরুড় কেন তার প্রতি শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করতেন, সেই বিষয়ে পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন প্রশ্ন করলেন, তখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তার উত্তরে বললেন—নাগালয়ের সমস্ত সর্পরা গরুড়ের ভক্ষণের ভয়ে ভীত থাকত। তাঁকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে তারা একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে তাঁর জন্য বিভিন্ন বলি রেখে আসত। কিন্তু গর্বস্ফীত কালিয় স্বয়ং সেই সমস্ত বলি ভক্ষণ করত। এই কথা শ্রবণ করে, গরুড় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে কালিয়কে হত্যা করার জন্য গমন করলে, সেই বৃহৎ পক্ষীকে কালিয় দংশন করতে লাগল। তখন গরুড় তাঁর ডানা দিয়ে কালিয়কে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে তাকে প্রাণভয়ে যমুনা নদীর সংলগ্ন হ্রদে পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেন।

এই ঘটনার পূর্বে গরুড় একবার যমুনায় এসে মৎস্য ভক্ষণ করছিলেন। সৌভরি ঋষি তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুধার্ত গরুড় ঋষির নিষেধ অগ্রাহ্য করেছিলেন। তখন ঋষি গরুড়কে এই অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি পুনরায় কখনও সেখানে আসেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু হবে। কালিয় এই অভিশাপ শুনতে পেয়েছিল, তাই সে নির্ভয়ে সেখানে বাস করছিল। পরিশেষে, যেভাবেই হোক, সে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিল।

শ্রীবলরাম এবং বৃন্দাবনের সকল অধিবাসীরা যখন শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ রত্ন ও অলঙ্কারে সুশোভিত হয়ে হ্রদ থেকে উঠে আসতে দেখলেন, তখন মহা আনন্দে তাঁরা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। গুরুদেব, পুরোহিত ও পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা সেই সময় গোপরাজ নন্দ মহারাজকে বলেছিলেন যে, যদিও তাঁর পুত্র কালিয়ের আবেষ্টনে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু রাজার সৌভাগ্যের ফলে সে এখন পুনরায় মুক্ত হয়েছে।

বৃন্দাবনের অধিবাসীরা যেহেতু ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমের দ্বারা অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন, তাই সেই রাত্রিটি তাঁরা যমুনার তীরে অতিবাহিত করেন। মধ্য রাত্রিতে গ্রীষ্মে শুষ্ক অরণ্যের মধ্যে দাবানল জ্বলে উঠল। আগুন নিদ্রিত বৃন্দাবনবাসীগণকে বেষ্টন করলে, তারা সহসা জেগে উঠে পরিত্রাণের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছুটে গেলেন। তখন অনন্ত শক্তিধর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় স্বজন ও সখাদের অত্যন্ত বিপদ দেখে, তৎক্ষণাৎ সেই ভয়ানক দাবানলকে পান করলেন।

শ্লোক ১

শ্রীরাজোবাচ

নাগালয়ং রমণকং কথং তত্যাজ কালিয়ঃ ।
কৃতং কিং বা সুপর্ণস্য তেনৈকেনাসমঞ্জসম্ ॥ ১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা বললেন; **নাগ**—সর্পদের; **আলয়ম্**—আলয়; **রমণকম্**—রমণক নামক দ্বীপ; **কথম্**—কেন; **তত্যাজ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **কালিয়ঃ**—কালিয়; **কৃতম্**—কৃত; **কিম্ বা**—এবং কেন; **সুপর্ণস্য**—গরুড়ের; **তেন**—তার (কালিয়ের) সঙ্গে; **একেন**—একাকী; **অসমঞ্জসম্**—শত্রুতা।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে কালিয় দমন করেছিলেন তা শ্রবণ করে,] মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করলেন—কালিয় কেন নাগালয় রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করেছিল এবং গরুড়ই বা কেন তার প্রতি এত শত্রু ভাবাপন্ন হয়েছিলেন?

শ্লোক ২-৩

শ্রীশুক উবাচ

উপহার্যৈঃ সর্পজনৈর্মাসি মাসীহ যো বলিঃ ।
বানস্পত্যো মহাবাহো নাগানাং প্রাঙ্নিরূপিতঃ ॥ ২ ॥
স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি নাগাঃ পর্বণি পর্বণি ।
গোপীথায়াত্মনঃ সর্বে সুপর্ণায় মহাত্মনে ॥ ৩ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **উপহার্যৈঃ**—উপহার নিবেদনে যারা যোগ্য; **সর্পজনৈঃ**—সর্পজাতির দ্বারা; **মাসি মাসি**—প্রতি মাসে; **ইহ**—এখানে (নাগালয়ে); **যঃ**—যে; **বলিঃ**—ভক্ষ্য উপহার; **বানস্পত্যঃ**—বৃক্ষমূলে; **মহা-বাহো**—হে মহাভুজ পরীক্ষিৎ; **নাগানাম্**—নাগদের জন্য; **প্রাক্**—পূর্বে; **নিরূপিতঃ**—নির্ধারিত; **স্বম্ স্বম্**—প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ; **ভাগম্**—অংশ; **প্রযচ্ছন্তি**—তারা প্রদান করত; **নাগাঃ**—সর্পগণ; **পর্বণি পর্বণি**—প্রতিমাসে একবার; **গোপীথায়**—সুরক্ষার জন্য; **আত্মনঃ**—নিজেদের; **সর্বে**—তাদের সকলে; **সুপর্ণায়**—গরুড়কে; **মহা-আত্মনে**—শক্তিশালী।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—গরুড়ের দ্বারা ভক্ষণ থেকে নিষ্কৃতির জন্য সর্পগণ পূর্বেই তাঁর সঙ্গে একটি বন্দোবস্ত করেছিল যে, তারা প্রত্যেকে মাসে

মাসে এক বৃক্ষমূলে উপহার নিবেদন করবে। সেই অনুযায়ী প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট দিনে, হে মহাভুজ রাজা পরীক্ষিৎ, প্রতিটি সর্প আত্মরক্ষার বিনিময়ে সেই শক্তিশালী বিষ্ণুবাহন গরুড়ের উদ্দেশে যথাসময়ে তার উপহার প্রদান করত।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের একটি অন্য রকম ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। *উপহার্যৈঃ* শব্দটি 'যারা ভক্ষ্য তাদের দ্বারা' এবং *সর্পজনৈঃ* শব্দটি 'যারা সর্পজাতি দ্বারা শাসিত অথবা যারা সর্পজাতিভুক্ত সেই সমস্ত মানুষেরা' এভাবেও অনূদিত হতে পারে। এই পাঠ অনুসারে, একটি মানবগোষ্ঠী সর্পদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছিল এবং সর্পদের মধ্যে মানুষ ভক্ষণের প্রবণতা ছিল। সর্পদের ভক্ষণ এড়ানোর জন্য মানুষেরা মাসে মাসে সর্পদের উপহার প্রদান করত এবং সেই উপহারের একটি অংশ সর্পরা গরুড়কে পালাক্রমে প্রদান করত যাতে তিনি তাদের ভক্ষণ না করেন। উপরোক্ত নির্দিষ্ট অনুবাদটি শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাষ্য এবং শ্রীল প্রভুপাদ অনূদিত *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* গ্রন্থের ভিত্তিতে প্রদত্ত হয়েছে। যাই হোক, সকল আচার্যই একমত যে, সর্পেরা গরুড়ের কাছ থেকে সুরক্ষা অর্জন করেছিল।

শ্লোক ৪

বিষবীর্যমদাবিষ্টঃ কাদ্রবেয়স্তু কালিয়ঃ ।
কদর্থীকৃত্য গরুড়ং স্বয়ং তং বুভুজে বলিম্ ॥ ৪ ॥

বিষ—তার বিষের জন্য; **বীর্য**—এবং তার বল; **মদ**—মত্ত হয়ে; **আবিষ্টঃ**—আবিষ্ট; **কাদ্রবেয়ঃ**—কদ্রুপুত্র; **তু**—অপরপক্ষে; **কালিয়ঃ**—কালিয়; **কদর্থী-কৃত্য**—অবজ্ঞা করে; **গরুড়ম্**—গরুড়কে; **স্বয়ম্**—নিজে; **তম্**—সেই; **বুভুজে**—ভক্ষণ করত; **বলিম্**—নৈবেদ্য।

অনুবাদ

যদিও অন্য সকল সর্প কর্তব্যবোধে গরুড়কে নৈবেদ্য নিবেদন করছিল, কিন্তু—গরুড় তা দাবি করার আগেই একটি সর্প—কদ্রুপুত্র উদ্ধত কালিয় সমস্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করে ফেলত। এভাবেই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বাহন গরুড়কে কালিয় প্রত্যক্ষভাবে অগ্রাহ্য করেছিল।

শ্লোক ৫

তচ্ছ্রুত্বা কুপিতো রাজন্ ভগবান্ ভগবৎপ্রিয়ঃ ।
বিজিঘাংসুর্মহাবেগঃ কালিয়ং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৫ ॥

তৎ—তা; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **কুপিতঃ**—ক্রুদ্ধ; **রাজন্**—হে রাজন্; **ভগবান্**—মহা শক্তিধর গরুড়; **ভগবৎ-প্রিয়ঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের প্রিয় ভক্ত; **বিজিঘাংসুঃ**—বধ করার কামনা করে; **মহাবেগঃ**—প্রচণ্ড বেগে; **কালিয়ম্**—কালিয়ের দিকে; **সমুপাদ্রবৎ**—তিনি ধাবিত হলেন।

অনুবাদ

হে রাজন্, এই কথা শ্রবণ করে, পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় মহা শক্তিধর গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। কালিয়কে বধের কামনা করে, মহাবেগে তিনি সেই সর্পের দিকে ধাবিত হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, *মহাবেগ* শব্দটি দ্বারা এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গরুড়ের প্রচণ্ড বেগ কেউ রোধ করতে পারে না।

শ্লোক ৬

তমাপতন্তং তরসা বিষায়ুধঃ
প্রত্যভ্যয়াদুত্থিতনৈকমস্তকঃ ।
দষ্ট্বিঃ সুপর্ণং ব্যদশদ্দদায়ুধঃ
করালজিহ্বোচ্ছ্বসিতোগ্রলোচনঃ ॥ ৬ ॥

তম্—তাঁকে, গরুড়কে; **আপতন্তম্**—আসতে দেখে; **তরসা**—দ্রুতবেগে; **বিষ**—বিষের; **আয়ুধঃ**—যে অস্ত্র ধারণ করেছিল; **প্রতি**—দিকে; **অভ্যয়াৎ**—ধাবিত হল; **উত্থিত**—উত্থিত; **ন এক**—অনেক; **মস্তকঃ**—তার মস্তকসমূহ; **দষ্ট্বিঃ**—তার দন্ত দ্বারা; **সুপর্ণম্**—গরুড়কে; **ব্যদশৎ**—সে দংশন করল; **দদায়ুধঃ**—যার বিষদাঁতগুলি অস্ত্রস্বরূপ; **করাল**—ভয়ঙ্কর; **জিহ্বা**—তার জিহ্বাগুলি; **উচ্ছ্বসিত**—বিস্তারিত; **উগ্র**—এবং উগ্র; **লোচনঃ**—তার চক্ষুগুলি।

অনুবাদ

যেই মাত্র গরুড় দ্রুতবেগে তার উপর পতিত হল, তখনই বিষের অস্ত্রধারী কালিয় প্রতি-আক্রমণের জন্য তার অসংখ্য মস্তক উত্থিত করল। তার ভয়ঙ্কর জিহ্বাগুলি প্রদর্শন করে এবং তার উগ্র চক্ষুগুলি বিস্তার করে, কালিয় তৎক্ষণাৎ তার বিষদাঁতরূপ অস্ত্রের দ্বারা গরুড়কে দংশন করতে লাগল।

তাৎপর্য

আচার্যগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, দূর থেকে তার শত্রুর উপর বিষ নিক্ষেপ করে এবং সামনের থেকে তার ভয়ঙ্কর বিষদাঁত দিয়ে দংশন করে কালিয় তার বিষরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করত।

শ্লোক ৭

তং তার্ক্ষ্যপুত্রঃ স নিরস্য মন্যুমান্
প্রচণ্ডবেগো মধুসূদনাসনঃ ।
পক্ষেণ সব্যেন হিরণ্যরোচিষা
জঘান কদ্রুসুতমুগ্রবিক্রমঃ ॥ ৭ ॥

তম্—তাকে, কালিয়কে; তার্ক্ষ্যপুত্রঃ—কশ্যপের পুত্র; সঃ—তিনি, গরুড়; নিরস্য—নিবারিত করে; মন্যু-মান—অত্যন্ত ক্রোধে; প্রচণ্ডবেগঃ—প্রচণ্ডবেগে; মধুসূদনাসনঃ—ভগবান মধুসূদন বা কৃষ্ণের বাহন; পক্ষেণ—তাঁর ডানার দ্বারা; সব্যেন—বাম; হিরণ্য—স্বর্ণের মতো; রোচিষা—যার উজ্জ্বলতা; জঘান—তিনি আঘাত করলেন; কদ্রু-সুতম্—কদ্রুপুত্র (কালিয়কে); উগ্র—ভীষণ; বিক্রমঃ—পরাক্রম।

অনুবাদ

কালিয়ের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ক্রুদ্ধ তার্ক্ষ্যপুত্র প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হলেন। ভগবান মধুসূদনের সেই ভীষণ শক্তিশালী বাহন সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল তাঁর বাম ডানার দ্বারা কদ্রুপুত্রকে আঘাত করলেন।

শ্লোক ৮

সুপর্ণপক্ষাভিহতঃ কালিয়োঽতীব বিহ্বলঃ ।
হ্রদং বিবেশ কালিন্দ্যাস্তদগম্যং দুরাসদম্ ॥ ৮ ॥

সুপর্ণ—গরুড়ের; পক্ষ—ডানার দ্বারা; অভিহতঃ—আহত; কালিয়—কালিয়; অতীব—অত্যন্ত; বিহ্বলঃ—বিহ্বল; হ্রদম্—একটি হ্রদে; বিবেশ—সে প্রবেশ করল; কালিন্দ্যাঃ—যমুনা নদীর; তৎ-অগম্যম্—গরুড়ের অগম্য; দুরাসদম্—প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য।

অনুবাদ

গরুড়ের পক্ষাঘাতে কালিয় অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে যমুনা নদীর সংলগ্ন একটি হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করল। গরুড় সেই হ্রদে প্রবেশ করতে পারত না। বস্তুত, সেই দিকে অগ্রসর হতেও সে পারত না।

শ্লোক ৯

তত্রৈকদা জলচরং গরুড়ো ভক্ষ্যমীপ্সিতম্ ।
নিবারিতঃ সৌভরিণা প্রসহ্য ক্ষুধিতোঽহরৎ ॥ ৯ ॥

তত্র—সেখানে (সেই হ্রদে); **একদা**—একবার; **জল-চরম্**—একটি জলচর জীব; **গরুড়ঃ**—গরুড়; **ভক্ষ্যম্**—তাঁর সঠিক খাদ্য; **ঈপ্সিতম্**—আকাঙ্ক্ষিত; **নিবারিতঃ**—নিষিদ্ধ; **সৌভরিণা**—সৌভরি মুনির দ্বারা; **প্রসহ্য**—বলপূর্বক; **ক্ষুধিতঃ**—ক্ষুধার্ত হয়ে; **অহরৎ**—তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

অনুবাদ

একবার সেই হ্রদে গরুড় তাঁর স্বাভাবিক খাদ্য মৎস্য ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। সেখানে জলের অভ্যন্তরে ধ্যানস্থ সৌভরি মুনি দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, সাহস করে গরুড় ক্ষুধার্ত হয়ে বলপূর্বক মৎস্যটি হরণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

গরুড় কেন যমুনা নদীর সংলগ্ন হ্রদের দিকে যেতে পারতেন না, তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন বিশ্লেষণ করছেন। পাখিদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য মৎস্য ভক্ষণ করা এবং এভাবেই ভগবানের ব্যবস্থাপনায় মৎস্য ভক্ষণের দ্বারা নিজেকে পরিপোষণ করে প্রকাণ্ড পক্ষী গরুড় কোনও অপরাধ করেননি। পক্ষান্তরে, সৌভরি মুনি একজন অত্যন্ত মহান ব্যক্তিত্বকে তাঁর স্বাভাবিক খাদ্য খেতে নিষেধ করে অপরাধ করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, সৌভরি দুটি অপরাধ করেছিলেন—প্রথমত, তিনি গরুড়ের মতো পরম উন্নত স্তরের আত্মাকে নির্দেশ দানের সাহস করেছিলেন এবং দ্বিতীয়ত, তিনি গরুড়কে তাঁর আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনে বাধা দিয়েছিলেন।

শ্লোক ১০

মীনান্ সুদুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা দীনান্মীনপতৌ হতে ।
কৃপয়া সৌভরিঃ প্রাহ তত্রত্যক্ষেমমাচরন্ ॥ ১০ ॥

মীনান্—মৎস্যদেরকে; **সু-দুঃখিতান্**—অত্যন্ত দুঃখিত; **দৃষ্ট্বা**—দেখে; **দীনান্**—হতভাগ্য; **মীন-পতৌ**—মাছদের পতি; **হতে**—হত হলে; **কৃপয়া**—অনুকম্পাবশত; **সৌভরিঃ**—সৌভরি; **প্রাহ**—বললেন; **তত্রত্য**—সেখানকার বসবাসকারীদের; **ক্ষেমম্**—কল্যাণের জন্য; **আচরন্**—বিধিবদ্ধ করার জন্য প্রয়াস করে।

অনুবাদ

তাদের নেতার মৃত্যুতে সেই হ্রদের হতভাগ্য মৎস্যগণ কি রকম দুঃখিত হয়েছিল তা দর্শন করে, কৃপাপরবশ হয়ে সেই হ্রদের অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য আচরণ করছেন এই মনোভাব নিয়ে, সৌভরি নিম্নোক্ত অভিশাপ উচ্চারণ করলেন।

তাৎপর্য

এই বিষয়ে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমাদের তথাকথিত অনুকম্পা যখন পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে না, তখন তা কেবল বিশৃঙ্খলারই কারণ হয়। সৌভরি যেহেতু সেই হ্রদে গরুড়ের আসা নিষিদ্ধ করেছিলেন, তাই কালিয় তার স্থান পরিবর্তন করে সেখানে তার প্রধান কার্যালয় গড়ে তুলল এবং তার ফলে সেই হ্রদের সমস্ত অধিবাসীদেরই অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশের ফল উৎপন্ন হল।

শ্লোক ১১

অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্ স খাদতি ।
সদ্যঃ প্রাণৈর্বিযুজ্যেত সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ১১ ॥

অত্র—এই হ্রদের মধ্যে; **প্রবিশ্য**—প্রবেশ করে; **গরুড়ঃ**—গরুড়; **যদি**—যদি; **মৎস্যান্**—মৎস্য; **সঃ**—সে; **খাদতি**—ভক্ষণ করে; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **প্রাণৈঃ**—তার প্রাণ; **বিযুজ্যেত**—হানি হবে; **সত্যম্**—সত্য; **এতৎ**—এই; **ব্রবীমি**—বলছি; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

গরুড় যদি আর কখনও এই হ্রদে প্রবেশ করে এখানে মৎস্য ভক্ষণ করে, সে তৎক্ষণাৎ তার প্রাণ হারাবে। এই আমি সত্যই বলছি।

তাৎপর্য

এই বিষয়ে আচার্যগণ বিশ্লেষণ করেছেন যে, একটি মাছের প্রতি সৌভরি মুনির জাগতিক আসক্তি ও স্নেহের জন্য তিনি পরিস্থিতিকে পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* নবম স্কন্ধে এই অপরাধের জন্য তাঁর পতনের বর্ণনা করা হয়েছে। মিথ্যা অহঙ্কারের জন্য, সৌভরি মুনি তাঁর তপস্যার শক্তি এবং সেই সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও আনন্দ হারিয়েছিলেন। গরুড় যখন যমুনায় এসেছিলেন, সৌভরি মুনি ভেবেছিলেন, "হতে পারে সে পরমেশ্বর ভগবানের একজন ব্যক্তিগত পার্ষদ, তবুও আমি তাকে অভিশাপ দেব এবং এমন কি সে যদি আমার নির্দেশ আমান্য করে আমি তাকে হত্যা করব।" একজন উন্নত বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে এই ধরনের অপরাধজনক মনোভাব নিশ্চিতভাবে তার জীবনের শুভ স্থিতি বিনাশ করে।

নবম স্কন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সৌভরি মুনি অনেক সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের সাহচর্যে ভীষণ দুর্দশা ভোগ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু

তিনি শ্রীবৃন্দাবনের যমুনা নদীর আশ্রয় গ্রহণ করে একবার মহিমান্বিত হয়েছেন, তাই শেষ পর্যন্ত তিনি উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১২

তৎ কালিয়ঃ পরং বেদ নান্যঃ কশ্চন লেলিহঃ ।
অবাৎসীদ্ গরুড়াদ্ ভীতঃ কৃষ্ণেন চ বিবাসিতঃ ॥ ১৪ ॥

তৎ—সেই; **কালিয়ঃ**—কালিয়; **পরম্**—কেবলমাত্র; **বেদ**—জানত; **ন**—না; **অন্যঃ**—অন্য; **কশ্চন**—কোনও; **লেলিহঃ**—সর্প; **অবাৎসীৎ**—সে বাস করছিল; **গরুড়াৎ**—গরুড়ের; **ভীতঃ**—ভয়ে; **কৃষ্ণেন**—কৃষ্ণের দ্বারা; **চ**—এবং; **বিবাসিতঃ**—নির্বাসিত হয়েছিল।

অনুবাদ

সকল সর্পের মধ্যে কেবলমাত্র কালিয় এই ঘটনা জানত এবং গরুড়ের ভয়ে সেই যমুনা হ্রদে তার নিবাস সে নিয়ে এসেছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বিতাড়িত করেন।

শ্লোক ১৩-১৪

কৃষ্ণং হ্রদাদ্ বিনিষ্ক্রান্তং দিব্যস্রগ্গন্ধবাসসম্ ।
মহামণিগণাকীর্ণং জাম্বূনদপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥
উপলভ্যোত্থিতাঃ সর্বে লব্ধপ্রাণা ইবাসবঃ ।
প্রমোদনিভৃতাত্মানো গোপাঃ প্রীত্যাভিরেভিরে ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণম্—শ্রীকৃষ্ণ; **হ্রদাৎ**—হ্রদের ভিতর থেকে; **বিনিষ্ক্রান্তম্**—নির্গত হয়ে; **দিব্য**—দিব্য; **স্রক্**—মাল্য; **গন্ধ**—গন্ধ; **বাসসম্**—এবং বস্ত্র ধারণ করে; **মহা-মণি-গণ**—অনেক সুন্দর রত্নের দ্বারা; **আকীর্ণম্**—আচ্ছাদিত; **জাম্বূনদ**—স্বর্ণের দ্বারা; **পরিষ্কৃতম্**—সুশোভিত; **উপলভ্য**—দেখে; **উত্থিতাঃ**—উত্থিত হয়ে; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **লব্ধপ্রাণাঃ**—তাঁদের প্রাণ ফিরে পেয়েছেন; **ইব**—ঠিক যেন; **অসবঃ**—ইন্দ্রিয়গুলি; **প্রমোদ**—আনন্দে; **নিভৃত-আত্মানঃ**—পরিপূর্ণ হয়ে; **গোপাঃ**—গোপগণ; **প্রীত্যা**—প্রীতির সঙ্গে; **অভিরেভিরে**—তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

অনুবাদ

[কৃষ্ণের কালিয় দমনের বর্ণনা পুনরায় আরম্ভ করে শুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন—] দিব্য মাল্য, গন্ধ ও বস্ত্র ধারণ করে, অনেক সুন্দর রত্নের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং স্বর্ণের দ্বারা সুশোভিত হয়ে কৃষ্ণ হ্রদের ভিতর থেকে নির্গত হলেন। গোপগণ যখন তাঁকে দেখলেন, তখন অচেতন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি যেমন জীবন

ফিরে পায়, ঠিক তেমনভাবেই তাঁরা সকলে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন। মহানন্দে পূর্ণ হয়ে তাঁরা তাঁকে প্রীতিপূর্ণভাবে আলিঙ্গন করলেন।

শ্লোক-১৫

যশোদা রোহিণী নন্দো গোপ্যো গোপাশ্চ কৌরব ।
কৃষ্ণং সমেত্য লব্ধেহা আসন্ শুষ্কা নগা অপি ॥ ১৫ ॥

যশোদা রোহিণী নন্দঃ—যশোদা, রোহিণী ও নন্দ মহারাজ; **গোপ্যঃ**—গোপরমণীগণ; **গোপাঃ**—গোপগণ; **চ**—এবং; **কৌরব**—হে কুরুবংশজ পরীক্ষিৎ; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **সমেত্য**—মিলিত হয়ে; **লব্ধ**—পুনরায় প্রাপ্ত; **ইহাঃ**—তাঁদের চেতন ক্রিয়া; **আসন্**—তাঁরা হয়েছিল; **শুষ্কাঃ**—শুষ্ক; **নগাঃ**—বৃক্ষসমূহ; **অপি**—এমন কি।

অনুবাদ

তাঁদের প্রাণশক্তিকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়ে, যশোদা, রোহিণী, নন্দ ও অন্যান্য সকল গোপরমণী ও গোপেরা কৃষ্ণের কাছে গেলেন। হে কৌরব, এমন কি শুষ্ক বৃক্ষগুলিও জীবন ফিরে পেয়েছিল।

শ্লোক ১৬

রামশ্চাচ্যুতমালিঙ্গ্য জহাসাস্যানুভাববিৎ ।
প্রেম্ণা তমঙ্কমারোপ্য পুনঃ পুনরুদৈক্ষত ।
গাবো বৃষা বৎসতর্যো লেভিরে পরমাং মুদম্ ॥ ১৬ ॥

রামঃ—শ্রীবলরাম; **চ**—এবং; **অচ্যুতম্**—অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **আলিঙ্গ্য**—আলিঙ্গন করে; **জহাস**—হাসলেন; **অস্য**—তাঁর; **অনুভাব-বিৎ**—সর্বশক্তিমত্তা ভালভাবে জেনে; **প্রেম্ণা**—প্রেমবশত; **তম্**—তাঁকে; **অঙ্কম্**—তাঁর নিজের কোলে; **আরোপ্য**—তুলে ধরে; **পুনঃ পুনঃ**—বারে বারে; **উদৈক্ষত**—নিরীক্ষণ করছিলেন; **গাবঃ**—গাভীসকল; **বৃষাঃ**—বৃষগণ; **বৎসতর্যঃ**—স্ত্রীবৎসগণ; **লেভিরে**—তারা লাভ করেছিল; **পরমাম্**—পরম; **মুদম্**—আনন্দ।

অনুবাদ

কৃষ্ণের শক্তির প্রভাব ভালভাবে অবগত হয়ে, শ্রীবলরাম তাঁর অচ্যুত ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করে হাসলেন। গভীর স্নেহবশত বলরাম কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে বারংবার তাঁর দিকে নিরীক্ষণ করছিলেন। গাভী, বৃষ ও স্ত্রী-বৎসরাও পরম আনন্দ লাভ করেছিল।

শ্লোক ১৭

নন্দং বিপ্রাঃ সমাগত্য গুরবঃ সকলত্রকাঃ ।
ঊচুস্তে কালিয়গ্রস্তো দিষ্ট্যা মুক্তস্তবাত্মজঃ ॥ ১৭ ॥

নন্দম্—নন্দ মহারাজকে; **বিপ্রাঃ**—ব্রাহ্মণেরা; **সমাগত্য**—সমাগত হয়ে; **গুরবঃ**—গুরুজনেরা; **স-কলত্রকাঃ**—তাঁদের পত্নীগণ সহ; **ঊচুঃ**—বললেন; **তে**—তাঁরা; **কালিয়গ্রস্তঃ**—কালিয় দ্বারা কবলিত; **দিষ্ট্যা**—ভাগ্যবশত; **মুক্তঃ**—মুক্ত; **তব**—তোমার; **আত্ম-জঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

পত্নীগণ সহ সকল শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণেরা নন্দ মহারাজকে অভিনন্দন জানাতে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, "তোমার পুত্র কালিয় দ্বারা কবলিত হয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যবশত সে এখন মুক্ত।"

শ্লোক ১৮

দেহি দানং দ্বিজাতীনাং কৃষ্ণনির্মুক্তিহেতবে ।
নন্দঃ প্রীতমনা রাজন্ গাঃ সুবর্ণং তদাদিশৎ ॥ ১৮ ॥

দেহি—তোমার দেওয়া উচিত; **দানম্**—দান; **দ্বিজাতীনাম্**—ব্রাহ্মণদের; **কৃষ্ণ-নির্মুক্তি**—কৃষ্ণের সুরক্ষার; **হেতবে**—উদ্দেশ্যে; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **প্রীত-মনাঃ**—সন্তুষ্টচিত্তে; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **গাঃ**—গাভী; **সুবর্ণম্**—স্বর্ণ; **তদা**—তখন; **আদিশৎ**—দিলেন।

অনুবাদ

তার পর ব্রাহ্মণগণ নন্দ মহারাজকে উপদেশ দান করলেন, "তোমার সন্তান কৃষ্ণের সকল সময়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ব্রাহ্মণদের তোমার দান করা উচিত।" হে রাজন্, নন্দ মহারাজ তখন অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে তাঁদেরকে গাভী ও স্বর্ণ উপহার দিলেন।

শ্লোক ১৯

যশোদাপি মহাভাগা নষ্টলব্ধপ্রজা সতী ।
পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মুমোচাশ্রুকলাং মুহুঃ ॥ ১৯ ॥

যশোদা—মা যশোদা; **অপি**—ও; **মহা-ভাগা**—মহা ভাগ্যবতী; **নষ্ট**—হারানো; **লব্ধ**—পুনরায় লাভ করলেন; **প্রজা**—তাঁর সন্তানকে; **সতী**—সতী; **পরিষ্বজ্য**—

আলিঙ্গন করে; **অঙ্কম্**—তাঁর কোলে; **আরোপ্য**—তুলে নিয়ে; **মুমোচ**—মোচন করলেন; **অশ্রু**—অশ্রু; **কলাম্**—জলধারা; **মুহুঃ**—বারংবার।

অনুবাদ

মহা ভাগ্যবতী মা যশোদা তখন তাঁর হারানো সন্তানকে ফিরে পেয়ে তাঁকে তাঁর কোলে বসালেন। সেই সতী নারী তাঁকে বারংবার আলিঙ্গন করে নিরন্তর অশ্রুধারা মোচন করতে করতে ক্রন্দন করছিলেন।

শ্লোক ২০

তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং শ্রমকর্ষিতাঃ ।
ঊষুর্ব্রজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ ॥ ২০ ॥

তাম্—সেই; **রাত্রিম্**—রাত্রি; **তত্র**—সেখানে; **রাজ-ইন্দ্র**—হে রাজশ্রেষ্ঠ; **ক্ষুৎ-তৃড়্ভ্যাম্**—ক্ষুধা ও তৃষ্ণায়; **শ্রম**—এবং ক্লান্তিতে; **কর্ষিতাঃ**—দুর্বল হচ্ছিলেন; **ঊষুঃ**—তাঁরা থেকে গেলেন; **ব্রজৌকসঃ**—বৃন্দাবনবাসীরা; **গাবঃ**—এবং গাভীরা; **কালিন্দ্যাঃ**—যমুনার; **উপকূলতঃ**—তীরে।

অনুবাদ

হে রাজেন্দ্র [পরীক্ষিৎ], বৃন্দাবনবাসীরা যেহেতু ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন, তাই তাঁরা ও গাভীরা যেখানে ছিলেন, সেই কালিন্দীর তীরেই রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী নির্দেশ করেছেন যে, যদিও মানুষেরা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই উপস্থিত গাভীদের থেকে দুধ পান করেননি, কারণ তা সর্পবিষে দূষিত হতে পারে ভেবে তাঁরা ভীত ছিলেন। বৃন্দাবনবাসীরা তাঁদের আদরের কৃষ্ণকে ফিরে পেয়ে আনন্দে এতই আত্মহারা ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের গৃহে ফিরে যেতে চাননি। তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে যমুনার তীরেই থাকতে চেয়েছিলেন যাতে তাঁরা সর্বক্ষণ তাঁকে দেখতে পারেন। তাই তাঁরা নদীতটের সন্নিকটে বিশ্রাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

তদা শুচিবনোদ্ভূতো দাবাগ্নিঃ সর্বতো ব্রজম্ ।
সুপ্তং নিশীথ আবৃত্য প্রদগ্ধুমুপচক্রমে ॥ ২১ ॥

তদা—তখন; **শুচি**—গ্রীষ্মের; **বন**—বনে; **উদ্ভূতঃ**—উদ্ভূত; **দাব-অগ্নিঃ**—দাবানল; **সর্বতঃ**—চতুর্দিকে; **ব্রজম্**—বৃন্দাবনবাসীদের; **সুপ্তম্**—ঘুমন্ত; **নিশীথে**—মধ্য রাত্রিতে; **আবৃত্য**—পরিবেষ্টিত করে; **প্রদগ্ধুম্**—দগ্ধ করতে; **উপচক্রমে**—শুরু করল।

অনুবাদ

রাত্রিতে যখন সকল বৃন্দাবনবাসী ঘুমিয়ে ছিল, তখন গ্রীষ্মকালীন শুষ্ক বনে দাবানল জ্বলে উঠল। সেই আগুন ব্রজবাসীদের চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত করে তাঁদের দগ্ধ করতে শুরু করল।

তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, সম্ভবত কালিয়ের কোনও বিশ্বস্ত বন্ধু দাবানল রূপ ধারণ করে তার বন্ধুর হয়ে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল অথবা দাবানলটি ছিল কংসের অনুগত কোনও অসুরের সৃষ্ট।

শ্লোক ২২

তত উত্থায় সম্ভ্রান্তা দহ্যমানা ব্রজৌকসঃ ।
কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়ামনুজমীশ্বরম্ ॥ ২২ ॥

তত—তখন; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **সম্ভ্রান্তাঃ**—উদ্বিগ্নগ্রস্ত হলেন; **দহ্যমানাঃ**—দগ্ধপ্রায়; **ব্রজৌকসঃ**—ব্রজবাসীগণ; **কৃষ্ণম্**—কৃষ্ণের কাছে; **যযুঃ**—গেলেন; **তে**—তাঁরা; **শরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **মায়া**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **মনুজম্**—মানুষের মতো আবির্ভূত হয়ে; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

বৃন্দাবনবাসীগণ তখন উত্থিত হয়ে দাবানলে তাঁদের দগ্ধ হওয়ার আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তাই তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করলেন, যিনি তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা সাধারণ এক মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

তাৎপর্য

শ্রুতি অথবা বৈদিক *মন্ত্রে* উল্লেখ করা হয়েছে, *স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া* —"মায়া নামক ভগবানের নিত্যশক্তি তাঁর স্বরূপজাত"। তাই পরমেশ্বর ভগবানের শাশ্বত চিন্ময় দেহে অনন্ত শক্তি বিরাজমান, যা সর্বজ্ঞ পরম-তত্ত্বের ইচ্ছানুযায়ী সমগ্র অস্তিত্বে অনায়াসে দক্ষতার সঙ্গে ক্রিয়াশীল। বৃন্দাবনবাসীরা এই ভেবে কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, "এই সৌভাগ্যবান বালক নিশ্চয়ই আমাদের রক্ষার জন্য ভগবানের দ্বারা ক্ষমতার অধিকার প্রাপ্ত।" তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম মহোৎসবে বলা মহর্ষি গর্গমুনির কথা স্মরণ করেছিলেন—*অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ,* "এর

শক্তিতে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে তোমরা অনায়াসে সক্ষম হবে।" (*ভাগবত* ১০/৮/১৬) তাই কৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বৃন্দাবনবাসীরা দাবানল দ্বারা আশঙ্কিত আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

শ্লোক ২৩

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম ।
এষ ঘোরতমো বহ্নিস্তাবকান্ গ্রসতে হি নঃ ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **মহা-ভাগ**—হে সকল ঐশ্বর্যের ঈশ্বর; **হে রাম**—হে সকল আনন্দের উৎস ভগবান বলরাম; **অমিতবিক্রম**—অনন্ত বিক্রমশালী; **এষ**—এই; **ঘোরতমঃ**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **বহ্নিঃ**—আগুন; **তাবকান্**—যাঁরা আপনারই; **গ্রসতে**—গ্রাস করছে; **হি**—নিশ্চিতরূপে; **নঃ**—আমাদের।

অনুবাদ

[বৃন্দাবনবাসীরা বললেন—] কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে সকল ঐশ্বর্যের অধিপতি! হে অনন্ত বিক্রমশালী রাম! এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অগ্নি আপনার ভক্ত আমাদের প্রায় গ্রাস করতে চলেছে!

শ্লোক ২৪

সুদুস্তরান্নঃ স্বান্ পাহি কালাগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভো ।
ন শক্নুমস্ত্বচ্চরণং সন্ত্যক্তুমকুতোভয়ম্ ॥ ২৪ ॥

সু-দুস্তরাৎ—দুরতিক্রম্য থেকে; **নঃ**—আমাদের; **স্বান্**—তোমার স্বীয় ভক্তদের; **পাহি**—অনুগ্রহ করে রক্ষা কর; **কাল-অগ্নেঃ**—মৃত্যুসম অগ্নি থেকে; **সুহৃদঃ**—তোমার সুহৃদদের; **প্রভো**—হে প্রভো; **ন শক্নুমঃ**—আমরা অক্ষম; **ত্বৎ-চরণম্**—তোমার চরণ; **সন্ত্যক্তুম্**—ত্যাগ করতে; **অকুতোভয়ম্**—যা সকল ভয় দূর করে।

অনুবাদ

হে প্রভো, আমরা তোমার সুহৃদ ও ভক্ত। দয়া করে এই দুর্লঙ্ঘনীয় কালাগ্নি থেকে আমাদের রক্ষা কর। আমরা কখনই তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করতে পারব না, যা সমস্ত ভয় দূর করে।

তাৎপর্য

বৃন্দাবনবাসীরা কৃষ্ণকে বললেন, "এই মারাত্মক অগ্নি যদি আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে, তা হলে তোমার পাদপদ্ম থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব এবং সেটি আমাদের

পক্ষে অসহনীয়। অতএব, অনুগ্রহ করে আমাদের রক্ষা কর যাতে আমরা তোমার পাদপদ্মের সেবা করে যেতে পারি।"

শ্লোক ২৫

ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ ।
তমগ্নিমপিবত্তীব্রমনন্তোঽনন্তশক্তিধৃক্ ॥ ২৫ ॥

ইত্থম্—এভাবেই; **স্ব-জন**—তাঁর নিজ ভক্তদের; **বৈক্লব্যম্**—সন্ত্রস্ত অবস্থা; **নিরীক্ষ্য**—দর্শন করে; **জগৎ-ঈশ্বরঃ**—জগতের ঈশ্বর; **তম্**—সেই; **অগ্নিম্**—অগ্নি; **অপিবৎ**—পান করেছিলেন; **তীব্রম্**—ভয়ঙ্কর; **অনন্তঃ**—অনন্ত ভগবান; **অনন্ত-শক্তি-ধৃক্**—অনন্ত শক্তিধর।

অনুবাদ

তাঁর ভক্তদের অত্যন্ত সন্ত্রস্ত দর্শন করে, অনন্ত জগদীশ্বর ও অনন্ত শক্তিধর শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই ভয়ঙ্কর দাবানল পান করলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'কালিয়ের ইতিহাস' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।